কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 3 MAR 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৩ ... কলাম ... ৪ ...

৩৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গণশুনানি শুরু

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

৩৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রথমবারের মতো গণশুনানি শুরু হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে ১১ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও পরিচালনা কমিটির সদস্যরা সরাসরি শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের কাছে প্রশ্ন করার সুযোগ পেয়েছেন। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদপ্তর (ডিআইএ) এই গণশুনানির আয়োজন করে। গতকাল বুধবার অধিদপ্তরের শেখ রাসেল স্মৃতি সম্মেলন কেন্দ্রে এই শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে অধিদপ্তরের ই-ফাইল কার্যক্রমেরও উদ্বোধন করেন শিক্ষামন্ত্রী।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা বাড়াতে হবে। এ জন্য ই-ফাইলিং ব্যবস্থা চালু হচ্ছে। প্রযুক্তির ব্যবহারের ফলে কোথাও ফাঁকি দেওয়া যাবে না। কাজে স্বচ্ছতা থাকবে। দেশের ৩৬ হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এর আওতায় আসবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পরিদর্শনকাজকে আরো গতিশীল করার আহ্বান জানান তিনি।

মন্ত্রী বলেন, ঘুষ-দুর্নীতি করলে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না। এ ক্ষেত্রে জিরো টলারেন্স নীতি নেওয়া হয়েছে। যারা ভালো কাজ করবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে এবং দুর্নীতির সঙ্গে যাদের সংশ্লিষ্টতা পাওয়া যাবে তাদের সর্বনাশ হবে।

এই গণশুনানির ব্যাপারে ডিআইএর যুগ্ম পরিচালক বিপুল চন্দ্র সরকার কালের কণ্ঠকে বলেন, 'শিক্ষা খাতে স্বচ্ছ ও জবাবদিহিতা আনতেই এই গণশুনানির আয়োজন। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকেও ২০১৪ সালে সকল সরকারি দপ্তরে গণশুনানির আয়োজন করতে নির্দেশ দেওয়া হয়।'

ডিআইএর পরিচালক প্রফেসর আহাম্মেদ সাজ্জাদ রশীদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো. সোহরাব হোসাইন, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এটুআই প্রগ্রামের পরিচালক (ই-সার্ভিস) ড. মো. আব্দুল মান্নান এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব আহমদ শামীম আল রাজী বক্তব্য দেন। ডিআইএর ই-ফাইল ও গণশুনানি বিষয়ে পাওয়ার পয়েন্ট উপস্থাপনা করেন এর যুগ্ম পরিচালক বিপুল চন্দ্র সরকার।